মুঅ্মিন ও বালা মুসীবত

জীবন প্রবাহমান স্রোতের মত। এখানে যেমন সুখ-শান্তি ও আরাম আয়েশ আছে। তেমনি প্রতিকুলতা, দুঃখ বেদনা আর বালা-মুসীবতের ও অভাব নেই।

দুনিয়ায় যারা নীতি-আদর্শ মেনে চলেন তাদের কষ্ট অনেক বেশী। কারন নীতিহীন, আদর্শহীন, চরিত্রহীন, স্বার্থপর, বস্তুবাদী, ভোগবাদী, হিংসুক ও লোভী মানুষের ছড়াছড়ি দুনিয়া ব্যাপী। আর মন্দ প্রকৃতির সকলেই নীতিবানদের দুশমন মনে করে। ভাবে পথের কাটা হিসাবে। যে কারনে সবাই মিলে শত্রুতা করে, কষ্ট দেয়।

মুঅ্মিনদের অবস্থা এখানে আরো সুচনীয়। মন্দ লোক ছাড়াও শয়তান ও তার দুসররা তাদের বিরোদ্ধে সদা খড়্গ-হস্ত। তাদের সৎ-পথ থেকে সরাতে, পাপের পথে ফিরিয়ে আনতে, নেয়া হয় কত পরিকল্পনা, কত পদক্ষেপ। তাই মুসীবতে জর্জরিত হয়ে মুঅ্মিন-জীবনটা হয়ে উঠে দুর্বিসহ।

মুঅ্মিনগণ দুনিয়ায় যেসব মুসীবতের সম্মুখীন হন তার কয়েকটি হলঃ

১. আল্লাহর পরীক্ষা

আল্লাহ তায়া'লা মুঅ্মিনদের পরীক্ষা করেন। সকল মুঅ্মিনকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এ পরীক্ষা এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। ইরশাদ হচ্ছেঃ-

ক. মানুষ কি মনে করে -ঈমান এনেছি'' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে? কোন পরীক্ষা করা হবেনা? আগেকার সবাইকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ প্রকাশ করেছেন: কে সত্য আর কে মিথ্যুক। (আনকাবূত:২,৩)

আল্লাহ পাকের এ পরীক্ষা হয় নানা বিষয়ে। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে নির্ধারিত হয় পরীক্ষার বিষয় বস্তু। একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখিন হতে পারে। ইরশাদ হচ্ছেঃ-

খ. তোমাদের পরীক্ষা করব নানা বিষয়ে। ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সম্পদ হানি, জীবন হানি ও ফসল হানি দিয়ে। সু-সংবাদ দাও ধর্যশীলদের। যারা মুসীবতে পড়ে বলে: ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (আমরা আল্লাহর। ফিরে যাচ্ছি তাঁর কাছেই) এদের প্রতি আল্লাহর করুনা ও রহমত। আর এরাই সফল।

(বাকারাহ: ১৫৫-১৫৭)

গ. মুস্আ'ব বিন সা'দ রাঃ তার পিতা থেকে বর্ননা করেন। তিনি একদা জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ধরনের মানুষকে কঠিন মুসীবতের ফেলা হয়? রাসূল সাঃ বললেন: নবীগণকে। তারপর স্তরে স্তরে। মানুষকে তার দ্বীন অনুপাতে মুসীবতে ফেলা হয়। যার দ্বীন দুর্বল তাকে সে অনুপাতে মুসীবতে ফেলা হয়। আল্লাহর বান্দাদের মুসীবত লেগেই থাকে (আর ধর্যের ফল হিসাবে গুনাহ মাফ হতেই থাকে) শেষ পর্যন্ত একটি পাপ ও আর বাকি থাকেনা। এঅবস্থায় তারা দুনিয়ায় বিচরন করে। (তিরমিযী, হাদীসটি হাসান ও সাহীহ)

২. শয়তানের কুমন্ত্রনা ও ধোকা

শয়তান খুব পরশ্রিকাতর ও হিংসুক। কারো সুখ-শান্তি সে সহ্য করতে পারে না। কাউকে সুখী ও ভাল দেখলে তার গাত্রদাহ শুরু হয়।

শয়তান এক সময়ে ভাল ছিল। রাত দিন আল্লাহর ইবাদাত করত। ফিরিস্তাদের সাথে থাকত। ফিরিস্তাগণ তাকে সম্মান করতেন, বাহবা দিতেন।

মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ মানুষকে সম্মান দিলেন। খালীফাহর মর্যাদায় ভুষিত করলেন। শয়তান এতে ইর্ষান্বিত হল। সে আদমকে সম্মান করতে অস্বিকার করে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করল। আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিলেন।

অভিশপ্ত শয়তান নিজেকে সংশোধন না করে আদমের প্রতি আরো ইর্ষান্বিত হল। মানুষকে ধোকা দিয়ে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে তার মত অভিশপ্ত বানাতে মরিয়া হয়ে উঠল।

তাই মানুষকে ভাল কাজে দেখলে, ভাল পথে দেখলে তার গাত্রদাহ হয়। মানুষ জান্নাতে চলে যাবে, সুখে থাকবে এ কথা ভেবে সে হিংসায় জ্বলে উঠে। এজন্যই সে ধোকা দেয়, প্রতারনা করে, মিথ্যা ওয়াদা দেয়, মন্দকে শোভিত করে দেখায়।
শয়তানের ধোকায় প্রতারিত হয়ে মানুষ মন্দকে আর মন্দ হিসাবে দেখেনা। মন্দ তখন তার কাছে ভাল লাগে। সে তখন মন্দকে ভাল মনে করে। যেমনঃ
পাপ-কথাকে মনে করে: বাক স্বাধীনতা।
পাপ-কাজকে মনে করে: আনন্দ উপভোগ।
সুদকে মনে করে: ব্যবসা, সমাজ সেবা।
ঘুষকে মনে করে: আয় রোজগার।
মিথ্যা কথা, ধোকা ও প্রতারনাকে মনে করে: বুদ্ধি মত্বা।
বিজাতীয় ও বিধর্মীয় কাজ-কর্মকে মনে করে: সামাজিকতা।
মিনার পূজা, মাজার পূজা, সৌধ পূজা ইত্যাদি শিরক কাজকে মনে করে: আধুনিকতা।
মদ্যপান ও ধর্মহীনতাকে মনে করে: প্রগতি। ইত্যাদি আরো কত কি..। ইরশাদ হচ্ছেঃ-

ক. আল্লাহ শয়তানকে লা'নত দিয়েছেন। শয়তান বলেছে: তোমার বান্দাদের একটি দলকে আমার বানিয়ে নিব। আমি তাদের বিভ্রান্ত করব। (উন্নতির) আশা দিব। আমার আদেশে তারা পশুর কর্নচ্ছেদন করবে। আমি হুকুম করব: তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে দেবে।
যে আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে ওয়ালী বানাল সে স্পষ্টত ক্ষতিগ্রস্ত। শয়তান মানুষকে (উন্নতি, অগ্রগতি ও সুখ-শান্তির) ওয়াদা দেয়, আশা দেয়। শয়তানের ওয়াদা ধোকা বৈ কিছুই নয়। (যারা শয়তানের কথা মেনে নেয়) তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেখান থেকে পরিত্রানের কোন উপায় নেই। (নিসা-: ১১৯-১২১)

৩. কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ও মানবিক দুর্বলতা

কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ও মানবিক দুর্বলতা মানুষকে পাপের পথে ঠেলে দেয়। এসব কারনে মানুষ নানা ধরনের পাপে জড়িয়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে শয়তান এসব কাজকে শোভিত করে দেখায়। আর শয়তানের ধোকায় প্রতারিত ব্যক্তি মনে করে: একাজে অনেক সুখ। সে কাজটি করতে মরিয়া হয়ে উঠে। এক সময়ে পাপ কাজটি করে বসে। সে নিজেকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়।
তবে যাদের ঈমান মজবুত। যাদের অন্তরে তাক্ওয়া আছে: আল্লাহ তাদের বাঁচিয়ে রাখেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ-
ক. মানুষের জন্য শোভিত করা হয়েছে: নারীর প্রতি কামনা-বাসনা, সন্তান-সন্ততি, স্তুপিকৃত সোনা-রূপা (অর্থ সম্পদ সঞ্চয়), উন্নত ঘোড়া (নামী-দামী গাড়ী), পশু ও জমি-জামার লোভ। এসব হল দুনিয়ায় ক্ষনিকের উপকরন। স্থায়ী ও উন্নততর সব কিছু আল্লাহর কাছে (আখেরাতে)। (আ-ল ই'মরান: ১৪)

৪. রোগ-ব্যাধি

রোগ-ব্যাধি এক বড় মুসীবত। রোগে অতিষ্ট হয়ে অনেকে মানষিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। জীবনের প্রতি বিরক্ত ও হতাশ হয়ে ধর্যহীন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে এমন কিছু কথা ও কাজ করে ফেলে যাতে ঈমান নষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল হয়ে যায়।
রোগ-ব্যাধি কারো জন্য আল্লাহর আযাব আর কারো জন্য রহমত। বর্নিত হচ্ছেঃ-
ক. আ'ইশাহ রাঃ বলেন। একদা মহামারি সম্পর্কে রাসূল সাঃকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: মহামারি এক আযাব। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা এ আযাব প্রেরন করেন। তবে মুঅ্মিনদের জন্য ইহা রহমত স্বরূপ। কোন এলাকায় মহামারি দেখা দিলে যে ব্যক্তি ধর্য সহকারে, ছোয়াবের আশায় এখানে অবস্থান করবে আর বিশ্বাস করবে যে তার তকদীরে যা আছে তাই হবে: আল্লাহ তাকে শহীদের ছোয়াব দান করেন। (মিশকাত, বুখারী)

খ. আনাস রাঃ বলেন। আমি রাসূল সাঃকে বলতে শুনেছি: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়া'লা বলেছেন: যে বান্দাকে তার প্রিয় দুটি বস্তু দিয়ে (দুই চুখের জ্যোতি কেড়ে নিয়ে) পরীক্ষা করা হল। আর সে সবর করল। আমি তাকে জান্নাত দান করি। (মিশকাত, বুখারী)

৫. কাফির মুশরিক তথা ইসলামের দুশমনদের দেয়া কষ্ট

কাফির মুশরিকরা শয়তানের দুসর। শয়তানের দুসর বলেই তারা আল্লাহর দ্বীন ও এর ধারকদের সাথে দুশমনি করে। ইসলামের নাম নিশানা মূছে ফেলতে, মুসলমানদের ধ্বংস করতে তারা কাজ করে। একাজে নিজেদের মেধা, শ্রম, অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। তাদের মিশন ইসলাম ও মুসলমানদের শেষ করে ফেলা। তবে কাজটি তারা করে ধাপে ধাপে। যেমনঃ-

প্রথম ধাপে: সুদূর প্রসারী দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা। তারা সম-অধিকার, মানবাধিকার, বাক-স্বাধিনতা, মত প্রকাশের স্বাধিনতা, ব্যক্তি স্বাধিনতা ইত্যাদি মজাদার ও মিষ্টি শব্দ ব্যবহার করে মানুষকে কৌশলে দ্বীন থেকে সরিয়ে আনে। সাধারন মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কাজটি করা হয় কয়েক বসর ব্যাপী। তাদের এই কূট কৌশল সাধারন মানুষ না বুঝলেও বুঝে ফেলেন বিচক্ষন আলিমগণ। তারা আপত্তি করেন। তখন শুরু হয় প্রপাগান্ডা। অবুঝ ও স্বার্থপর কিছু আলিমকে পক্ষে নিয়ে সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়। বিচক্ষন উলামাদের বিশেষিত করা হয় নানা প্রকার মন্দ বিশেষনে। শুরু হয় নির্যাতন।

তারপর তারা আইন ও বিধানে দাঁত বসায়। শুরু হয় নানা অজুহাতে ইসলামী আইন ও সামাজিক মূল্যবোধ বদলে ফেলার পালা। কাজটি করা হয় অতি কৌশলে। সাধারন মানুষ বুঝতেও পারে না যে ইসলামী আইন ও মূল্যবোধ বদলানো হচ্ছে। এ কাজটিও করা হয় দীর্ঘ সময় নিয়ে। এখানে তাদের আসল রূপ ধরা পরে আলিমদের কাছে। তারা আপত্তি তুলেন। একই কৌশলে প্রপাগান্ডা ও নির্যাতন নেমে আসে তাদের উপর।

তারপর আসে মৌলিক পরিবর্তনের পালা। এবার রুখে দাড়ায় মুসলিম জনতা। কিন্তু ইতিমধ্যে মুরতাদ হয়ে কাফিরের দলে মিশে গেছে একটি বিরাট অংশ। শুরু হয় মুসলিম জনতার প্রতিরোধ। বেইমান সমাজপতি ও মিডিয়া গুলু প্রপাগান্ডায় মেতে উঠে। শুরু হয় নির্যাতন ও গণহত্যা।

এজুলুম ও নির্যাতনের হুতা দুই দল কাফির। প্রকাশ্য কাফির আর মুসলিম নামধারী কাফির তথা কাফিরদের দুসর।

তাই এসব বিষয়ে প্রথম থেকেই সজাগ থাকতে এবং কাফিরদের পাতানো ফাঁদে পা না দিতে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাঃ। ইরশাদ হচ্ছেঃ-

ক. কিছু মানুষ আছে যারা বলে: আমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করি। আসলে এরা মুঅ্মিন নয়। এরা আল্লাহ ও মুঅ্মিনদের সাথে প্রতারনা করে। (বাকারাহ: ৮-৯)

খ. তোমরা তাদের ভালবাস অথচ তারা তোমাদের ভালবাসেনা। তোমরা কিতাবের সব মান (আর তারা অনেক কিছুই মানেনা) তোমাদের সাক্ষ্যাতে বলে -আমরা মুঅ্মিন'' আর পশ্চাতে গুস্বায় দাত কামড়ায়। বল! গুস্বায় মরে থাক! আল্লাহ জানেন অন্তরের খবর। (আ-ল ই'মরান: ১১৯)

একটু ভেবে দেখুন! আমাদের দেশে এমন নেতা আছে কি না..?

৬. শয়তানী সমাজ, সমাজপতি, ধনাট্য ও প্রতাপশালী ব্যক্তি বর্গের রক্ত চক্ষু। জেল, জুলুম হত্যা ও নির্যাতন।

ধর্মহীনতা মানেই নীতিহীনতা। আর নীতিহীন মানেই স্বার্থপর, প্রতারক, লম্পট, সূদখোর, ঘুসখোর, ধোকাবাজ। যে সমাজের নেতৃস্থানীয়, প্রতাপশালী ব্যক্তিরা ধর্মহীন এ সমাজের চারিদিকে নীতিহীনতা, প্রতারনা, লাম্পট্য আর ধোকাবাজি ছাড়া আর কি হবে?

মুঅ্মিনগণ ধর্মের কথা বলেন, নীতি ও আদর্শের কথা বলেন। তাই মজলুম জনতা তাদের কথায় কান দেয়,

তাদের ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, তাদের কথা মেনে নেয়।
এতে আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়ে প্রতারক ও লম্পট নেতাদের। তারা ভাবে এরা মানুষকে জাগিয়ে তুলছে। জনগণকে শিয়ানা বানিয়ে ফেলছে। জনগণ সব বুঝে ফেললে তাদের সাজানো স্বপ্ন ধুলায় মিশে যাবে। সূদ ও ঘুসের ধান্ধা শেষ হয়ে যাবে। প্রতারনা, ধোকাবাজি ও লাম্পট্য বন্ধ হয়ে যাবে।
তারা সিদ্ধান্ত করে: যে করেই হক মৌলবাদীদের রুখতে হবে। শুরু হয় প্রপাগান্ডা, মিথ্যাচার, অপ-প্রচার, কুৎসা রটানো। তারপর ভয় দেখানো, ধমক দেয়া। এরপর চুরাগুপ্তা হামলা। পরে প্রকাশ্য আক্রমন। অত্যাচার, নিপীড়ন ও জেল-জুলুম।
ইমাম আবু-হানীফাহ, ইমাম শাফিয়ী', ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী কেহই বাদ পড়েননি এদের জেল জুলুম থেকে। বাদ পড়েননি ইবন তাইমিয়্যা, হাসান আল-বান্না, মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি, হুসাইন আহমদ মাদানী সহ বিশ্ব বরেন্য উলামাগণ। বর্তমনা যুগেও শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, মুফতী ফজলুল হক আমিনী, শাইখুল হাদীস আল্লাম নূর উদ্দীন গহর পুরী, শাইখ আমিন উদ্দীন কাতিয়া সহ অনেক উলামাকে সহ্য করতে হয়েছে এই জেল, জুলুম।
যতদিন সমাজের চাবি তাগুতের হাতে থাকবে ততদিন মুঅ্মিনদের উপর জেল জুলুম চলতেই থাকবে। এ থেকে বাঁচতে চাইলে কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করতে হবে। শুধু নেতা নয় নীতির পরিবর্তন করে সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। বর্নিত হচ্ছেঃ
ক. আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: দুনিয়া মুঅ্মিনের জন্য জেল আর কাফিরে জন্য বিলাস-স্থল (জান্নাত)। (তিরমিযী)

৭. অভাব, অনটন, অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা

উপরে বর্নিত হয়েছে: আল্লাহ মুঅ্মিনদের পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা করেন নানা বিষয়ে। পরীক্ষা করেন অভাব-অনটন দিয়ে। তাই মুঅ্মিনদের বালা-মুসীবত ও অভাব-অনটন লেগে থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়।
আর্থিক উন্নতি ও অর্থ-নৈতিক স্বচ্ছলতা দুনিয়ার জীবনে এক মজবুত অবলম্বন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়। মুঅ্মিনদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামরিক শক্তি শয়তানের দুসররা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই তারা নানা কৌশলে মুঅ্মিনদের উত্থান ঠেকাতে মরিয়া হয়ে উঠে। আর একাজে তাদের সব চেয়ে বড় অস্ত্র অর্থ-নৈতিক ও সামরিক অবরোধ। বর্নিত হচ্ছেঃ-
ক. আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: ইরাকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। একটি দিরহাম ও এক কাফিজ খাদ্য সামগ্রিও আসতে দেয়া হবে না। শাম (সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, জর্ডান)র উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। একটি দিনার ও এক মুদ্দ খাদ্য সামগ্রী ও আসতে দেয়া হবে না। মিশরের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। একটি দিনার ও এক ইরবাদ্দ খাদ্য সামগ্রী ও আসতে দেয়া হবে না। তোমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলে সেখানেই ফিরে যাবে। তোমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলে সেখানেই ফিরে যাবে। তোমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলে সেখানেই ফিরে যাবে। (মুসলিম: ২৮৯৬)

খ. আবু-নাদ্বরাহ রাহিঃ বলেন: আমরা একদা জারির বিন আব্দুল্লাহ রাঃর কাছে ছিলাম। তিনি বললে: ইরাক বাসীগণ এমন অবস্থায় পড়বে যে তাদের কাছে সামান্য খাদ্য এবং সামান্য অর্থ-কড়িও আসতে দেয়া হবেনা। আমরা বললাম এ নিষেধাজ্ঞা কোথা থেকে আসবে? বললেন: আজমীদের পক্ষ থেকে। তারা এ নিষেধাজ্ঞা জারি করবে। তারপর বললরন: শাম বাসীগণ এমন অবস্থায় পতিত হবে যে তাদের কাছে সামান্য খাদ্য এবং সামান্য অর্থ-কড়িও আসতে দেয়া হবে না। আমরা বললাম: এ নিষেধাজ্ঞা কারা জারি করবে? বললেন: রোমানরা (খৃষ্ঠানরা)। তারপর একটু বিরতির পর বললেন রাসূল সাঃ বলেছেন: এ উম্মতের শেষ দিকে এমন একজন খালীফাহ আসবেন যিনি মুষ্টি ভরে ভরে সম্পদ বিলাবেন। গুনেও দেখবেন না। (মুসলিম: ২৯১৩)

৮. যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নিরাপত্তাহীনতা

ইতিহাসে দেখা যায় দুনিয়ায় যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকে। রাসূল সাঃর হিজরতের পর থেকে ইসলামী ইতিহাসেও শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ। নবীজীর দশ বসরে ৮৭টি যুদ্ধ। খালীফাদের পুরা শাসন কালই শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ।

১৯২৪ঈসায়ী সনে খিলাফাহ ধ্বংসের পর থেকেও যুদ্ধ থেকে থাকেনি। যুদ্ধ যেমন মুসলমান আর কাফিরে হয়েছে। তেমনি কাফিরে আর কাফিরেও হয়েছে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ইসলাম নিয়ে হয়নি।

আর আখেরি যামানায় যখন মুসলমানদের পুনরোত্থান শুরু হবে। কাফিররা যখন কোন ভাবেই মুসলমানদের দমন করতে পারবে না। তখন শুরু করবে সর্বাত্বক যুদ্ধ। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে বিশ্ব ব্যাপী। ঘরে বাহিরে কোথায় নিরাপত্তা থাকবে না। বিশেষ করে মুঅ্মিনদের অবস্থা হবে বেশী সূচনীয়। পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েও তারা বাঁচতে পারবে না। পাহাড়ের গুহা থেকে খুজে বের করার চেষ্টা করবে কাফিররা।

শুরু হবে মুসলমানদের প্রতিরোধ। অসহায় মুসলিম বাহিনীর হাল ধরবেন মাহদী। আসবে আল্লাহর মদদ। খুরাসান (আফগানিস্তান) থেকে শাম পর্যন্ত বিস্তৃত হবে যুদ্ধ ক্ষেত্র। ভয়াবহ যুদ্ধ হবে ইরাক আর শামে। মক্কা মদীনার মুসলমানরাও যোগ দেবে এ যুদ্ধে। মানুষ মারা যাবে ৯৯%জন। ইসলাম বিজয়ী হবে বিশ্ব ব্যাপী। ধ্বংস হবে শত্রু বাহিনী। তারপর আসবেন ঈসা আঃ। যুদ্ধ হবে ইয়াহুদদের সাথে। ধ্বংস হবে তারাও। তারপর ইয়াজুজ মাজুজ। ধ্বংস হবে তারাও। হাদীছের ভাষ্য থেকে এমন কথাই বুঝা যায়। সংক্ষিপ্ত করার জন্য হাদীছ সমূহ উল্লেখ করা হলনা। বিস্তারিত জানতে চাইলে পড়ুন মুসলিম:২৯০০, ২৯২১, ২৮৯৭, ২৮৯৯, ২৯২০, ২৮৯৪, ২৮৯৫।

৯. ইজ্জত আবরুর উপর আঘাত

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বেইমানদের মোটেই সহ্য হয় না। কারন এতে তাদের লাম্পট্য, বেহায়াপনা, সূদ, ঘুস, দুর্নীতি সব বন্ধ হয়ে যায়। কিন্ত সাধারন জনগণ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে পছন্দ করে। কারন এতে ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফের নিশ্চয়তা থাকে।

জনতাকে ধোকা দিয়ে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা থেকে ফিরিয়ে রাখতে বেইমান নেতারা প্রপাগান্ডার আশ্রয় নেয়। তারা ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কলোষিত করতে তাদের ইজ্জত আবরুর উপর আঘাত হানে। তাদের নামে মিথ্যাচার করে, কূৎসা রটায়।

এই মিথ্যাচার করা হয়েছে নবী-রাসূলগণের বিরোদ্ধেও। মূসা আঃর উপর যিনার অপবাদ দেয়া হয়েছে। মুহাম্মাদ সাঃকে দেয়া হয়েছে নারী লোভের অপবাদ।

মার্ইয়াম, রাহিমা, আ'ইশাহর মত বিশ্ব নন্দিত সতী সাধবী নারীরাও বাদ পড়েননি বেইমানদের মিথ্যাচার থেকে। এসব মিথ্যাচারের মাধ্যমে ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কলোষিত করার মাধ্যমে তারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রতি মানুষের অনিহা জন্মাতে চায়। শয়তান এসব কথাকে শোভিত করে দেয়। তাই মিথ্যা জানার পরও অনেকেই এসব কথার প্রচার ও প্রসারে আনন্দবোধ করে। ফলে লজ্জিত ও ব্যথিত হয় মুঅ্মিনদের অন্তর।

১০. স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের অবাধ্যতা

মুসলমানের উপর আগত বালা-মুসীবতের একটি হল স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের অবাধ্যতা। বস্তুবাদী, শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্মহীন সমাজ ব্যবস্থা, সম্পদের লোভ ও দুনিয়ার মোহ: এসব কারনে অবাধ্যতা বেড়ে যাবে। সন্তান মা-বাবার অবাধ্য হবে, স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হবে। এতে মুসলিম কাফির সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে মুসলমানরা যেহেতু স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের কল্যান চায় তাই সব চেয়ে বেশী ব্যথিত হবে তারাই। ইরশাদ হচ্ছেঃ

ক. মুঅ্মিনগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের দুশমন। এদের বর্জন কর। এদের যদি ক্ষমা কর, উপেক্ষা কর, মাফ কর (তবে ভাল) আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান। (তাগাবুন:১৪) আর বর্নিত হচ্ছেঃ-

খ. আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: মুঅ্মিন পুরুষ ও নারীগণ নিজের ব্যক্তি সত্বা, সন্তানাদি ও ধন-সম্পদের কারনে বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতেই থাকে। (আর ধর্য ধারনের কারনে গুনাহ মাফ হতেই থাকে) শেস পর্যন্ত তারা যখন আল্লাহর সান্নিধ্যে যায় তখন কোন গোনাহই বাকি থাকেনা। (তিরমিযী)

বালা-মুসীবতে ধর্য ধারন ও এর ফলাফল

দুনিয়াটা মুঅ্মিনের জন্য শুধু বালা-মুসীবতে ভরা নয়। আর এসব বালা-মুসীবত মুঅ্মিন জীবনে শুধু দুঃখই ডেকে আনে না। বরং প্রতিটি মুসীবতের সাথে আসে রহমতের ফোয়ারা। সে ফোয়ারায় ভেসে আসে অনেক অনেক নিয়ামত, অগনিত নেকি, আল্লাহর বিশেষ দয়া ও মাগফিরাত। সাথে থাকে বিশেষ মর্যাদা, মানষিক সুখ শান্তি ও জান্নাত লাভে ধন্য হবার সু-সংবাদ। বাকারাহর ১৫৫তম আয়াত থেকে আমরা এমন কথাই জানতে পেরেছি। এসম্পর্কে কুর্আন ও হাদীছে অনেক প্রমান রয়েছে। এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলঃ-

ক. আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত। রাসূল সাঃ বলেছেন: আল্লাহ যার কল্যান চান তাকে মুসীবতে ফেলেন (যেন ধর্যের ফলে তার কল্যান তরান্বিত হয়)। (মিশকাত, বুখারী)।

খ. আবু-সাঈদ রাঃ রাসূল সাঃ থেকে বর্ননা করেন। তিনি বলেছেন: মুসলমানের শারীরিক ও মানষিক কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী, মানষিক চাপ ও বাহ্যিক দুঃখ, এমনকি তার গায়ে যে কাটা বিধে: এসবের বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহ মিটিয়ে দেন। (মিশকাত, বুখারী ও মুসলিম)

পরিত্রানের উপায়ঃ

আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকা। হে আল্লাহ! আমাকে পরীক্ষায় বা মুসীবতে ফেল না। আর যদি ফেল তবে সহজতর পরীক্ষা নিয়ে আপন করুনা ও রহমতে পাশ করিয়ে দিও....। কোন মুসীবত এলে আল্লাহর পরীক্ষা মনে করে ধর্য ধারন করা। এতে আল্লাহ খুশী হয়ে ছোয়াব ও মর্তবা বাড়িয়ে দেবেন। গোনাহ মিটিয়ে দেবেন। ফলে জীবদ্দশায়ই পাপ মুক্ত হয়ে পরিচ্ছন্ন হৃদয় নিয়ে আখেরাতে যাওয়ার পথ সুগম হবে ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায়।

অনুশীলনীঃ-

১. শয়তানের স্বভাব বর্ননা কর।
২. শয়তান কেন মানুষকে ধোকা দেয়? বুঝিয়ে বল।
৩. সার্থপর সমাজপতিরা কেন মুঅ্মিনদের বিরোধিতা করে? বুঝিয়ে বল।
৪. মুঅ্মিনগণ কি কি মুসীবতের সম্মুখিত হন? আলোচনা কর।
৫. বালা-মুসীবতে ধর্যধারনের সুফল বর্ননা কর।
৬. আলোচ্য পাঠ থেকে বিষয় বস্তু উল্লেখ করে ৩টি হাদীছ লিখ।
৭. আলোচ্য পাঠ থেকে বিষয় বস্তু উল্লেখ করে ৩ই আয়াত লিখ।
৮. মহামারির কবলে পড়লে কি করা উচিত? প্রমান সহ বর্ননা কর।
৯. আল্লাহ যার কল্যান চান তাকে মুসীবতে ফেলেন? হাদীছটির মর্ম বুঝিয়ে বল।

এ পাঠ পড়ে যা শিখলাম

১. মুঅ্মিন জীবনে বালা মুসীবত লেগেই থাকবে।
২. মুসীবত আসবে নিজের ব্যক্তি সত্বা, পরিবার, নিজ সন্তান, স্ত্রী, নিজের সম্পদ ও সমাজ থেকে।
৩. মুসীবতে ধর্য ধারন করলে তা রহমাতে পরিনত হয়। আল্লাহ গুনাগ মিটিয়ে দেন এবং মর্তবা বুলন্দ করেন।
৪. মুসীবত থেকে বাঁচতে সদা দোয়া করা ও আগত মুসীবতে আল্লাহ সাহায্য কামনা করা উচিত।